# তটরেখা

PDO-ICZMP বুলেটিন | সংখ্যা - ১৩ | মার্চ ২০০৫


## উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ২০০৫ অনুমোদিত

গত ১৭ জানুয়ারি মন্ত্রীসভার এক বৈঠকে উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ২০০৫ চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত এই নীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস, টেকসই জীবিকার উন্নয়ন এবং জাতীয় মূলধারার সাথে উপকূলীয় অঞ্চলের সম্পৃক্ততার জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার, জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন এবং এলাকাভিত্তিক উন্নয়নের উপর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব দেয়া হবে।

উপকূলীয় অঞ্চল দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে বিভিন্নভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাই সকলের অংশগ্রহণ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে উপকূলীয় সম্পদ ব্যবহারে দ্বন্দ্ব নিরসন এবং বিভিন্ন সুযোগের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালা প্রণীত হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট সবাইকে উপকূলীয় অঞ্চলের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের সাধারণ দিক-নির্দেশনা দেবে। এর বাস্তবায়নের ফলে উপকূলীয় জনগণ একটি নিরাপদ ও অনুকূল পরিবেশে তাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেন।

উপকূলীয় অঞ্চল নীতি খাতকেন্দ্রিক পরিধির উর্ধ্বে বিভিন্ন খাতের নীতিমালার একটি সমন্বিত রূপ। এই নীতি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থার উপকূলীয় অঞ্চলে নিজ নিজ কর্মসূচী বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমন্বয়ের একটি শক্তিশালী প্রক্রিয়ার সূচনা করবে।

বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমিভিত্তিক সীমা নির্ধারণের জন্য তিনটি সূচক বিবেচনা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে : জোয়ার-ভাটার প্রভাব, লোনা পানির অনুপ্রবেশ এবং ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস। এদের কোন না কোনটির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বলয়ে রয়েছে ১৯টি জেলা। জেলাগুলো হচ্ছে বাগেরহাট, বরগুনা, বরিশাল, ভোলা, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, গোপালগঞ্জ, যশোহর, ঝালকাঠি, খুলনা, লক্ষ্মীপুর, নড়াইল, নোয়াখালি, পিরোজপুর, সাতক্ষীরা, শরীয়তপুর ও পটুয়াখালি। এ জেলাগুলোর সবকটি উপজেলা/থানাকে উপকূল অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলকে (EEZ) উপকূলীয় অঞ্চলের মধ্যে ধরা হয়েছে।

দেশের স্থলভাগের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এলাকা নিয়ে উপকূলীয় অঞ্চল গঠিত। ২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা ৩ কোটি ৪৮ লাখ।

উপকূলীয় অঞ্চল নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনার (ICZM) সদিচ্ছা ব্যক্ত করছে। এই নীতি অনুসরণ করে সকল মন্ত্রণালয়, সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা, ব্যক্তিখাত ও সুশীল সমাজ উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়নে সচেষ্ট হবে। সম্পদের পরস্পরবিরোধী ব্যবহার এবং পরিবেশ বিনষ্টকারী অপরিকল্পিত কর্মকাণ্ডের বিরূপ প্রভাবের কথা বিবেচনায় রেখে নীতি নির্ধারণ ও কর্মকৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন।

## বিনিয়োগ কর্মসূচী তৈরীর কাজ চলছে

সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক বিনিয়োগ কর্মসূচী নির্দিষ্টকরণের কাজ চলছে। এই কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পের ধারণাপত্র তৈরী করা হবে। একাধিক সংস্থার অংশগ্রহণে ধারণাপত্রগুলো তৈরী করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে যে সমস্ত সংস্থা এই প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ভূমি মন্ত্রণালয়, পশুপালন অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, স্পারসো, এসআরডিআই, জিএসবি, সার্ভে অব বাংলাদেশ, সমাজসেবা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ নৌ বাহিনী ও বিভিন্ন এনজিও। যোগাযোগ ও সমন্বয়ের সার্বিক দায়িত্বে আছে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা।

## জেলা তথ্য

আইসিজেডএমপি প্রকল্পের আওতায় উনিশটি উপকূলীয় জেলা যথাঃ বাগেরহাট, বরগুনা, বরিশাল, ভোলা, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, গোপালগঞ্জ, যশোহর, ঝালকাঠি, খুলনা, লক্ষ্মীপুর, নড়াইল, নোয়াখালি, পিরোজপুর, সাতক্ষীরা, শরীয়তপুর ও পটুয়াখালি-এর উপর তথ্য বই প্রকাশের প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত। জেলা তথ্য শিরোনামে এই বইতে থাকছে জেলার ইতিহাস, প্রাকৃতিক পরিবেশ, জনগোষ্ঠী, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, সমস্যা ও সম্ভাবনার উপর সংক্ষিপ্ত বিবরণ। স্থানীয় পর্যায়ে জনসচেতনতা বাড়ানো, তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় অংশীদারদের কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যে এই প্রকাশনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

## আইসিজেডএমপি ২য় সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদিত

"ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (আইসিজেডএমপি) ২য় সংশোধিত"- শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি গত ২৬ জানুয়ারি ২০০৫ তারিখে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় বিশ কোটি উনআশি লাখ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত চার বছর মেয়াদী এই প্রকল্পের কাজ ফেব্রুয়ারি ২০০২ সালে শুরু হয়। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে ডিসেম্বর ২০০৫ সালে।

## জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটির সভা

ভূমি প্রতিমন্ত্রী উকিল আব্দুস সাত্তার ভূঞার সভাপতিত্বে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা ২০০১-এর বাস্তবায়ন পর্যালোচনা কমিটি'র প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যোগাযোগ মন্ত্রী নাজমুল হুদা, বন ও পরিবেশ মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম। এ ছাড়া আরো কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী, সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে কৃষি জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য ভূমি জোনিং-এর উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। সভায় উপকূলীয় অঞ্চলে ভূমি জোনিং কার্যক্রমের উপর একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন আইসিজেডএমপি প্রকল্পের টিম লিডার ড. এম রফিকুল ইসলাম।

## সেন্ট মার্টিনস দ্বীপে নবায়নযোগ্য শক্তির সম্ভাবনা

সেন্ট মার্টিনস দ্বীপে নবায়নযোগ্য শক্তি আহরণের সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি লেকচার অনুষ্ঠান পিডিও সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় গত ৭ ফেব্রুয়ারি। মুখ্য আলোচক ছিলেন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের টেকসই গ্রামীণ শক্তি প্রকল্পের ব্যবস্থাপক জনাব তাজমিলুর রহমান। তিনি বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্তের মাধ্যমে সৌর, বায়ু ও জৈব (নারিকেল থেকে আহরিত) উপাদান থেকে পাওয়া যেতে পারে এমন নবায়নযোগ্য শক্তির সম্ভাব্য পরিমাণ, খরচ এবং সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করেন। সেন্ট মার্টিনস দ্বীপের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা এবং জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রীডের সাথে এই দ্বীপের বিচ্ছিন্নতার বিষয়টি হিসাবে রেখে নবায়নযোগ্য শক্তির সম্ভাবনা যাচাই-এর জন্য এই দ্বীপে বিশেষ প্রকল্প নেয়ার বিষয়টি আলোচিত হয়।

## সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে সেমিনার

বরগুনা প্রেসক্লাব-এর রজত জয়ন্তী উপলক্ষে গত ২৩ ডিসেম্বর ২০০৪ বরগুনায় "উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়নে সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা" নিয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন আইসিজেডএমপি প্রকল্পের কর্মকর্তা মোঃ শাহজাহান মিয়া। বরগুনা প্রেসক্লাবের কর্মকর্তা এ্যাডভোকেট আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন। বিশিষ্ট কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন। অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার এবং স্থানীয় সাংবাদিকবৃন্দ। আলোচকরা বরগুনায় একটি কমিউনিটি বেতার কেন্দ্র স্থাপন, সোনার চর ও সোনবুনিয়ায় পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা, মৎস্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা এবং উন্নয়ন কাজে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার সুপারিশ করেন।

## উপকূলের জন্য ভূমি জোনিং

উপকূলীয় অঞ্চলে ভূমির ব্যবহার বিবিধ। কৃষি প্রধান বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমি ব্যবহারও কৃষিভিত্তিক। তদুপরি, দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে ঐতিহ্যগতভাবে চিংড়ির চাষ হয়ে আসছে বহু যুগ থেকে। এ ছাড়া বন্দর ও বাণিজ্য এলাকা হিসেবে চট্টগ্রাম এবং বন এলাকা হিসেবে সুন্দরবনের পরিচিতি বহু শতাব্দীর।

উপকূলীয় অঞ্চলে ১৯০১ সালে ছিল মাত্র ৮০ লাখ লোকের বাস, ২০০১ সালে হয়েছে সাড়ে তিন কোটি, ২০৫০ সালে হবে সাড়ে পাঁচ কোটি। জনপদের এই বিস্তৃতির সাথে সাথে ভূমির ব্যবহার বাড়ছে, কমছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ভূমির প্রাপ্যতা।

দু'দশক আগে পৃথিবীব্যাপী চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের উপকূল অঞ্চলে ব্যাপকভাবে চিংড়ি চাষ শুরু হয়। আগে যেখানে শুধুমাত্র সাত-আটটি উপজেলায় চিংড়ি চাষ হত, এখন বাগদা হয় ৪৯টি উপজেলায় এবং গলদা চাষ হয় ৭০টি উপজেলায়। ফলে চাপ পড়ছে কৃষি ও বনভূমির উপর। এ ছাড়াও নূতন নূতন ব্যবহার, যেমনঃ পর্যটন, নগরায়ন ও শিল্প এলাকার জন্য ভূমি নির্দিষ্টকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তাই সরকারের মৎস্য, পানি, কৃষি নীতি সহ ভূমি ব্যবহার নীতি ২০০১ এবং উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ২০০৫-এ উপকূলের জন্য 'ভূমি জোনিং'-এর উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

PDO-ICZMP গত জুন ২০০৪ সালে 'ভূমি জোনিং' বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সহ বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার সাথে প্রাথমিক আলোচনার মাধ্যমে এর প্রতি আগ্রহের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়। গত ২ আগস্ট ২০০৪-এ একটি জাতীয় পর্যায়ে মতবিনিময় সভা হয় যেখানে উপজেলাভিত্তিক প্রাথমিক ভূমি জোনিং এবং ৮টি সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি 'টেকনিক্যাল সাপোর্ট গ্রুপ' গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। জাতীয় ও মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য ৮টি নির্দিষ্ট প্রাথমিক ভূমি জোনিং এর প্রস্তাব করা হয়। এগুলো হচ্ছে :

- চিংড়ি (লোনা পানি)
- চিংড়ি (মিঠা পানি)
- লবণ - চিংড়ি
- বন
- ম্যানগ্রোভ
- বসতি ও শিল্প
- পর্যটন
- কৃষি

উপকূলের প্রতিটি উপজেলাকেই প্রধান ভূমি ব্যবহারের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে একটি জোনে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যেমন বটিয়াঘাটা, পাইকগাছা, আশাশুনি, সাতক্ষীরা সদর, কালিগঞ্জ, দেবহাটা, বাগেরহাট সদর, রামপাল ও মোড়েলগঞ্জ উপজেলাকে চিংড়ি (লোনা পানি) জোন এবং কক্সবাজার সদর ও কলাপাড়াকে পর্যটন জোন হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, 'ভূমি ব্যবহার নীতিমালা ২০০১' -এর আলোকে আরো ব্যাপকভিত্তিক জোনিং শুরু করার নির্দেশিকা হিসেবে এই প্রাথমিক জোনিং ব্যবহার করা হবে।

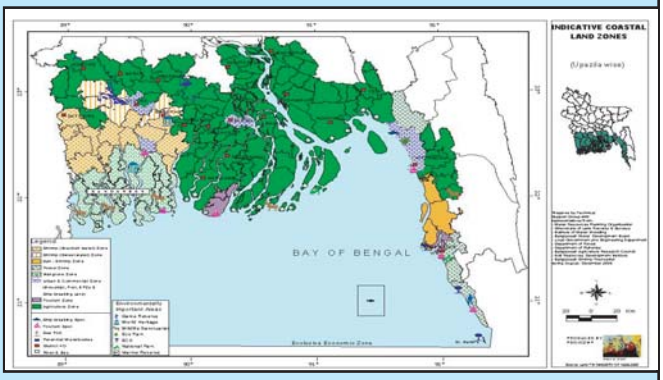


স্থানীয় পর্যায়ে প্রস্তাবকৃত ভূমি জোনিং-এর উপর মতামত ও পরামর্শ নেয়ার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি দু'টো উপকূলীয় জেলায় কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এর একটি অনুষ্ঠিত হলো পটুয়াখালিতে গত ১৫ জানুয়ারি ও আরেকটি হলো খুলনায় গত ১৮ জানুয়ারি। স্থানীয় জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালাগুলোতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন মৎস্য অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় প্রশাসন, এনজিও ও গণমাধ্যম-এর প্রতিনিধিবৃন্দ। সভাগুলোতে এই প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন দেয়া হয়।

সম্প্রতি ভূমি মন্ত্রণালয় -এর এক সভায় এই প্রাথমিক জোনিং উপস্থাপন করা হয়। PDO-ICZMP-এর সুপারিশের আলোকে ৫০টি উপজেলায় বিশদ ভূমি জোনিং বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণের concept note বর্তমানে তৈরি হচ্ছে।

## আইসিজেডএমপি প্রতিনিধিদলের উপকূল অঞ্চল সফর

পিডিও-আইসিজেডএমপি'র একটি প্রতিনিধিদল গত ৬-৯ জানুয়ারি দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল অঞ্চলের কিছু এলাকা পরিদর্শন করে। ৬ জানুয়ারি সন্ধ্যায় মৎস্য অধিদপ্তর ও ইউএনডিপি কর্তৃক বাস্তবায়িত ইসিএফসি প্রকল্পের টিম লিডার ড. দীলিপ কুমার প্রতিনিধিদলকে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেন। পরদিন দলটি সেন্ট মার্টিনস দ্বীপে যায় এবং স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে মতবিনিময় করে। ৮ জানুয়ারি পরিবেশ অধিদপ্তর পরিচালিত কোস্টাল এ্যাণ্ড ওয়েটল্যাণ্ড বায়োডাইভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট-এর কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম জুয়েল পিডিও প্রতিনিধিদের প্রকল্পের কার্যক্রম এবং দ্বীপের সমস্যাগুলো সম্পর্কে অবহিত করেন।

# খসড়া উপকূল উন্নয়ন কৌশল: সার-সংক্ষেপ

'উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ২০০৫'-এর প্রয়োগের দলিল হচ্ছে "উপকূল উন্নয়ন কৌশল"। এর কাজ হচ্ছে কৌশলগত অগ্রাধিকার এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা।

উপকূল উন্নয়ন কৌশল উপকূলীয় অঞ্চলের গতানুগতিক ব্যবস্থাপনা থেকে একটু আলাদা। এর মাধ্যমে উপকূলের সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা নেয়া হবে।

উপকূল উন্নয়ন কৌশল অনেক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তৈরী করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে উপকূলের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন থাকে।

দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য জাতীয় কৌশল-এর সাথে এর পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। উপকূল অঞ্চল পরিচালন-প্রক্রিয়ার ধারণা রয়েছে এতে।

উপকূল উন্নয়ন কৌশলে রয়েছে বদলে যাওয়া চালচিত্রের প্রতিফলন। যেমন: ক্রমবর্ধমান নগরায়ন, পরিবর্তনশীল ভূমি ব্যবহার, ক্রমহ্রাসমান জমি ও পানি সম্পদ এবং জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত আলামত।

উপকূল অঞ্চলের সামর্থ্যকে ব্যবহার করছে এই উন্নয়ন কৌশল। এর মধ্যে আছে অনাহরিত এবং কম ব্যবহার হয়েছে এমন সম্পদের ব্যবহার।

উপকূল উন্নয়ন কৌশলের আওতাধীন কাজগুলোর সময়সীমা হচ্ছে পাঁচ বছর এবং তা পিআরএসপি'র তিন বছর মেয়াদী কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উপকূল উন্নয়ন কৌশল উপকূলীয় অঞ্চলের সব সমস্যার সুরাহা করবে এমনটা নয়। এটি হচ্ছে লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক একটি প্রক্রিয়া যার আওতায় রয়েছে:

* কিছু কিছু এলাকা (যেমন: তীরবর্তী অঞ্চল/জেলা, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল/গঙ্গা-নির্ভর এলাকা, চট্টগ্রাম উপকূল, দ্বীপ এলাকা)
* সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী (যেমন: নারী ও শিশু, জেলে, ক্ষেতমজুর, নদীভাঙ্গা মানুষ, শহর এলাকার মজুর, ক্ষুদ্র চাষী)
* কিছু কিছু বিষয় (যেমন: চিংড়ি চাষ, জমির ব্যবহার, ভূগর্ভের পানির ব্যবস্থাপনা)
* সম্ভাবনা (যেমন: পর্যটন, নবায়নযোগ্য শক্তি, সাগরের মাছ)

'উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ২০০৫'-এর আলোকে নিম্নবর্ণিত ৮টি কৌশলগত অগ্রাধিকার নির্ধারিত হয়েছে:

* মিঠাপানি ও বিশুদ্ধ পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা
* উপকূলীয় ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার
* কৃষি-বহির্ভূত গ্রামীণ খাতে কর্মসংস্থানের উপর গুরুত্ব দিয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি
* প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ও সুষম ব্যবস্থাপনা: অনাহরিত ও কম ব্যবহৃত সুযোগগুলোর ব্যবহার
* জনগণের, বিশেষ করে মহিলাদের জীবন-জীবিকার উন্নয়ন
* পরিবেশ সংরক্ষণ
* জ্ঞান ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন
* সহায়ক প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ ব্যবস্থা

চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিপূরক হিসেবে উপকূল উন্নয়ন কৌশলে চার ধরনের কাজের কথা বলা হয়েছে:

* উপকূলের উন্নয়নে নিয়োজিত সংস্থাগুলোকে সহায়তার মাধ্যমে মূলধারাকরণ
* জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে অনুকূল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ তৈরী করা
* সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনার আওতায় বহু-সংস্থাভিত্তিক সমন্বিত কাজের উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন
* ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগে সমর্থন দেয়া

মূলধারাকরণ কাজের মধ্যে রয়েছে তিনটি ক্ষেত্র, যেমন: (১) জাতীয় পরিকল্পনায়; (২) মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও সংস্থায়; এবং (৩) কতিপয় বিশেষ বিষয়, যেমন: নারী-পুরুষ সমতা, পরিবেশ সংরক্ষণ, ইত্যাদি।

অনুকূল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ তৈরীর কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে:

* সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনার জন্যে মূল সমন্বয়কারী প্লাটফর্ম হিসেবে একটা প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেশন ইউনিট (PCU)
* আনুষঙ্গিক কাঠামোর মধ্যে থাকছে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি, একটি টেকনিক্যাল কমিটি, টাস্ক ফোর্স এবং ফোকাল পয়েন্ট
* অনুকূল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ তৈরী হবে জাতীয় নীতি ও কৌশলসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বিত বাস্তবায়নের মাধ্যমে, এনজিও ও ব্যক্তিখাতের সাথে অংশীদারিত্বের বিকাশের মাধ্যমে

সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে ১৫ জন বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত PCU হবে একটি স্থায়ী ইউনিট। এই আন্ত:মন্ত্রণালয় কাঠামোর মূল মন্ত্রণালয় হচ্ছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মূল সংস্থা হচ্ছে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা।

প্রতিটি সমন্বিত উদ্যোগ হচ্ছে বহু-সংস্থা ভিত্তিক এবং তা একাধিক সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ধারণাপত্রের আকারে তৈরী করা হয়েছে। সবগুলো ধারণাপত্র মিলে তৈরী হবে 'একটি বিনিয়োগ কর্মসূচী', এবং তা হবে উপকূল উন্নয়ন কৌশলের প্রায়োগিক অঙ্গ।

উপকূল উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে কাজের সংস্থান ও সুযোগ-সুবিধা বাড়বে। অনাহরিত ও কম ব্যবহৃত সম্পদকে হিসাবে রেখে 'বাংলাদেশ ব্যক্তিখাত অবকাঠামো নির্দেশিকা-২০০৪'-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশ তৈরী করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রাপ্য তহবিল সুবিধার সাথে এর যোগসূত্র থাকছে।

সাধারণভাবে উপকূলের জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির সাথে সাথে দু'টো নতুন তহবিল গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

এছাড়াও একটি পাঁচ বছর মেয়াদী বিনিয়োগ পরিকল্পনার সমন্বয়ে তৈরী হবে একটি কর্মসূচী। এই লক্ষ্যে সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী (২০০৬-১০) তৈরী করা হয়েছে। আটটি ভাগে বিভক্ত এই কর্মসূচী তিনটি প্রধান কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করবে। এগুলো হচ্ছে: PCU কে সহায়তা দেয়া, জেলা উন্নয়ন কর্মসূচী এবং অগ্রাধিকারভিত্তিক বিনিয়োগ কর্মসূচীর বাস্তবায়ন।

উপকূল অঞ্চলের উন্নয়নের মূল্যায়ন: উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ও উপকূল উন্নয়ন কৌশলের লক্ষ্যসমূহের আলোকে উপকূল অঞ্চলে পরিবর্তনগুলোর নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে। এজন্যে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সন্নিবিষ্ট উপকরণগুলো এবং উন্নয়নের ফলাফলের উপর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের রূপরেখা দেয়া হয়েছে।

PCU গঠন ও পরিচালনার মাধ্যমে উপকূল উন্নয়ন কৌশলের বাস্তবায়ন শুরু হবে ১লা জানুয়ারি ২০০৬ থেকে।

## উপকূল উন্নয়ন কৌশল তৈরীর বিভিন্ন ধাপ

| | |
|---|---|
| উপকূল অঞ্চল নীতি'র চূড়ান্ত খসড়া | ডিসেম্বর ২০০৩ |
| উপকূল উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নের প্রাথমিক উদ্যোগ | জুলাই ২০০৪ |
| খসড়া আউটলাইন, বিভিন্ন অধিদপ্তরে ফোকাল পয়েন্টদের সাথে আলোচনা | জুলাই-অক্টোবর ২০০৪ |
| প্রাথমিক খসড়া নিয়ে একটি জাতীয় ও চারটি আঞ্চলিক কর্মশালা | অক্টোবর ২০০৪ |
| খসড়া উপকূল উন্নয়ন কৌশল | ফেব্রুয়ারি ২০০৫ |
| জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে খসড়া উপস্থাপন ও আলোচনা | মার্চ ২০০৫ |
| অন্যান্য পর্যায়ে আলোচনা | মার্চ-এপ্রিল ২০০৫ |
| চূড়ান্ত খসড়া | জুন ২০০৫ |

## খসড়া উপকূল উন্নয়ন কৌশল-এর উপর মতামত আহ্বান

সম্প্রতি সরকার 'উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ২০০৫' অনুমোদন করেছে, যা সংশ্লিষ্ট সবাইকে উপকূলীয় অঞ্চলের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের সাধারণ দিক-নির্দেশনা দেবে। বর্তমানে সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের অধীনে উপকূল উন্নয়ন কৌশল তৈরী হচ্ছে। একটি জাতীয় এবং ৪টি আঞ্চলিক মতবিনিময় কর্মশালার মাধ্যমে আমরা গত অক্টোবর ২০০৪-এ আপনাদের প্রাথমিক মতামত নিয়েছি। আগামী মার্চ মাসে আমরা আবার জেলা পর্যায়ে আপনাদের মতামত নেব।

উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়নে কৌশলগত পদক্ষেপ সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত পরামর্শ পাঠানোর জন্য অনুরোধ করছি। আপনার মতামত উপকূল উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

## আপনাদের চিঠি পেলাম

### সুন্দরবন এলাকার মহিলাদের জীবন জীবিকার উপর লেখা চাই

শুভেচ্ছা জানবেন। আপনাদের বিভিন্ন প্রকাশনা উপকূলীয় মানুষের কথা বলে। সাতক্ষীরা জেলার উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকা, জলবায়ু, প্রাকৃতিক পরিবেশ, বিশেষ করে সুন্দরবন এলাকার মহিলাদের জীবন-জীবিকার উপর লেখা চাই। এ সঙ্গে আপনাদের বিভিন্ন প্রকাশনা নিয়মিত উপহার দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করবেন।

মোছাঃ আছিয়া সুলতানা
সদস্য
১৪ নং ফিংড়ী ইউনিয়ন পরিষদ
সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা

### নিয়মিত তটরেখা পেতে চাই

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন সুফলভোগী সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ, সামাজিক অধিকার, জেন্ডার ইস্যু, বয়স্ক শিক্ষা, মৎস্য চাষ, পশু পালন, কৃষিকাজ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য ফাউন্ডেশনের আছে অভিজ্ঞ ও দক্ষ প্রশিক্ষক দল। এই প্রশিক্ষক দলের জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধ করতে তটরেখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি। উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরার মানুষের প্রাণের ভাষা বোঝার জন্য নিয়মিত এক কপি তটরেখা ও তথ্যবহুল অন্যান্য বই নিচের ঠিকানায় পাঠালে কৃতজ্ঞ থাকবো।

মোঃ রাশিদুজ্জামান
আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপক
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন
মুন্সিপাড়া,
সাতক্ষীরা

### সকল প্রকাশনা নিয়মিত পেতে চাই

পল্লী চেতনা সংস্থার পক্ষ থেকে সালাম ও শুভেচ্ছা রইল। বিগত ৯ অক্টোবর ২০০৪ তারিখে উপকূল উন্নয়ন কৌশল বিষয়ক খুলনা অঞ্চলের মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করতে পেরে এবং উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জন্য WARPO-যে দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প প্রণয়ন করতে যাচ্ছে তার জন্য পল্লী চেতনা সংস্থার কর্ম এলাকার গণ-মানুষের পক্ষ থেকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে আপনাদের প্রকাশিত সকল প্রকার প্রকাশনা নিয়মিত পেতে চাই।

মোঃ আনিছুর রহমান
পরিচালক
পল্লী চেতনা
জোড়াদিয়া,
ব্যাংদহা, সাতক্ষীরা

### আপনাদের নিয়ে প্রোগ্রাম চাই

আপনার বুলেটিন প্রেরণের জন্য ধন্যবাদ। বাঁশখালী উপজেলা একটি উপকূলীয় অঞ্চল। ১৯৯১ সালে এ উপজেলা একটি ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল।

কৃষি, মৎস্য এবং লবণ শিল্প -এ তিন ধরনের পেশার জন্য বাঁশখালী একটি বিশিষ্ট উপজেলা। এখানে আপনাদের একটি প্রোগ্রাম হলে এই এলাকা উপকৃত হবে।

মোঃ আকতার হোসেন (এম.এ)
চেয়ারম্যান
শীলকুপ ইউনিয়ন পরিষদ
বাঁশখালী, চট্টগ্রাম

## PDO-ICZMP সম্পর্কে কিছু তথ্য

Program Development Office-ICZMP বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত একটি বহুখাত ভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠান ভিত্তিক উদ্যোগ। একটি আন্তঃ মন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি এবং একটি টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এটি পরিচালিত হয়। এই প্রকল্পের মূল মন্ত্রণালয় হচ্ছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মূল সংস্থা হচ্ছে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO)।

উপকূলীয় উন্নয়নের সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি পরিবেশ তৈরী করা যেখানে টেকসই জীবিকা উন্নয়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে উপকূলীয় এলাকার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করা যায়।

PDO-ICZMP কর্মকাণ্ডকে কর্মসূচীর উপর ভিত্তি করে ছয়টি ভাগ করা হয়েছে

* উপকূল অঞ্চলের জন্য কর্মকৌশল প্রণয়ন
* উপকূল অঞ্চল নীতি প্রণয়ন
* উপকূল অঞ্চলের উন্নয়নে বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন
* উপকূল অঞ্চলের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
* অনুকূল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ
* সমন্বিত জ্ঞান ভান্ডার

## আমাদের সাম্প্রতিক প্রকাশনা

| | | |
|---|---|---|
| WP033 | Inventory of Projects & Initiatives in the Coastal Zone | December 2004 |
| WP034 | Institutional Arrangements for ICZM: Models of Good Practice | December 2004 |
| WP035 | Knowledge Management Approaches and Social Communication | December 2004 |
| WP036 | Approaches for Mainstreaming Gender | December 2004 |

আমাদের অন্যান্য প্রকাশনা ওয়েব সাইটে সংযোজিত আছে।

সম্পাদক ঃ মহিউদ্দিন আহমদ
অক্ষরবিন্যাস ঃ মো: নুরুজ্জামান মিয়া
লে-আউট ঃ রওনাকুল ইসলাম

যোগাযোগের ঠিকানা
PDO-ICZMP
সাইমন সেন্টার (৫ম তলা), বাড়ী ৪/এ, রোড ২২, গুলশান-১, ঢাকা - ১২১২
ফোন ঃ ৮৮০-২-৯৮৯২৭৮৭ এবং ৮৮২৬৬১৪
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৮২৬৬১৪
ই-মেইল ঃ pdo@iczmpbd.org
ওয়েব সাইট ঃ www.iczmpbangladesh.org

তটরেখা

ডাকটিকেট